চতুর্থ অধ্যায়
নারীবাদের বিভিন্ন ধারা

আগের অধ্যায়ে নারীবাদের বিভিন্ন তরঙ্গ আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে নারীবাদের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন আন্দোলন ও বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাব বিদ্যমান। একই সঙ্গে নারীবাদী আলোচনায় নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমালোচনামূলক বিদ্যা, ইতিহাস, মনোবিশ্লেষণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে নারীবাদ নিজেই একটি বহুবাচনিক ও বহুত্ত্ববাদী মতাদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে। নারীবাদের মধ্যে অনেকগুলি ধারা বহমান। এই অধ্যায়ে এই বিভিন্ন ধারাগুলি আলোচিত হল।

উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal Feminism)

নারীবাদের উদ্ভবের পেছনে উদারনীতিবাদের একটি প্রভাব ছিল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক, ব্যক্তির অর্জিত বৈশিষ্ট্যের ওপরে নির্ভরশীল, অধিকার কেন্দ্রিক আইনি ও রাজনৈতিক সাম্যের মতাদর্শ উদারনীতিবাদ যুক্তিবাদী মানুষের কথা বলে। এই উদারনীতিবাদের ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল উদারপন্থী নারীবাদ। উদারনীতিবাদ সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে জন লক, অ্যাডাম স্মিথ, জেরেমি বেনথাম, জেমস নিল, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের রচনার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। এঁদের তাত্ত্বিক পদ্ধতি ভিন্ন হলেও এঁদের মূল বক্তব্য ছিল সীমিত রাষ্ট্রক্ষমতা, ব্যক্তিজীবনে ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিস্তার, ব্যক্তির সাম্য, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রমুখ। বোঝাই যাচ্ছে যে এই ধরনের মতাদর্শ সেই সময়ের পুঁজিবাদী উত্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বাজার অর্থনীতির বিকাশের কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন অ্যাডাম স্মিথ; লক, মিল প্রমুখেরা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ন্যূনতম রাষ্ট্রক্ষমতার সমর্থক ছিলেন।

এই উদারনীতিবাদী চিন্তার মধ্যে থেকেই উদারপন্থী নারীবাদের জন্ম। উদারপন্থী নারীবাদ মানুষের যুক্তিবাদী মনন ও চিন্তায় বিশ্বাসী এবং সেই যুক্তি দিয়েই মনে করে যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে চিন্তা, বুদ্ধি ও মেধার দিক থেকে কোনো তারতম্য নেই। সেই কারণে সমাজে বসবাসকারী নারী পুরুষের একই অধিকার উপভোগ করা উচিত। এই কারণেই নারীদের পুরুষদের মতো ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, সমান আইনি অধিকার থাকা উচিত।

উদারপন্থী নারীবাদের সূচনা ঘটে মেরি উলস্টোনক্রাফটের রচনার মধ্যে দিয়ে। *A Vindication of the Rights of Woman* বইতে উলস্টোনক্রাফট [১] বলেন যে প্রকৃতিগতভাবে নারীরা পুরুষদের চেয়ে নিম্নতর অবস্থানে থাকে না। কিন্তু নারীদের নিম্নতর

বলে মনে হয় যেহেতু তাদের শিক্ষা নেই। নারীশিক্ষার উপর উলস্টোনক্রাফট অত্যন্ত গুরুত্ব দেন ও বলেন যে নারীশিক্ষা শুধু ব্যক্তি নারীর জন্য নয় জাতির অগ্রগতির পক্ষেও সহায়ক। শিক্ষিত নারী একজন পুরুষের প্রকৃত সহকর্মী হতে পারে। প্রকৃত শিক্ষাপ্রদানের সাথে সমগ্র সমাজের উন্নয়নের জন্য নারীপুরুষের সমানাধিকারের কথা উলস্টোনক্রাফট বলেন। উনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য উদারপন্থী নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের বিশিষ্ট উদারপন্থী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল ও তাঁর স্ত্রী হ্যারিয়েট টেলরের নাম উল্লেখযোগ্য। *The Subjection of Women* গ্রন্থে মিল প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থা কীভাবে নারীদের অবদমন করে সে কথা বলেন।[২] মিলের মতে সামাজিক চাপ, শিক্ষা ও বিবাহ-ব্যবস্থা নারীদের অবদমিত রাখে। এই আলোচনা ও মতের সমর্থক ছিলেন হ্যারিয়েট টেলর। মিলকে বস্তুত, নারীবাদী আলোচনার প্রারম্ভিক যুগের প্রথম পুরুষ-নারীবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে গণ্য করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদারপন্থী নারীবাদী তাত্ত্বিক সারাহ্ গ্রিমকে (Sarah Grimke 1792 1873) নারীর অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন।[৩] তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি লিঙ্গবৈষম্য উপলব্ধি করেন। মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের পরিবর্তে গৃহশিক্ষকদের কাছে তাঁকে পড়াশুনা করতে হয়েছিল; নিজের পছন্দমতো শিক্ষাক্রম তিনি পড়তে পারেননি যদিও তাঁর ভাই ধ্রুপদী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পেরেছিলেন; আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন তাঁর অধরাই থেকে গিয়েছিল। সেই সময়ে একজন নারীকে গৃহবন্দী রাখা, ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা, শিক্ষাবিধির বাইরে রাখা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। নারীর অধিকারের বাইরেও সারাহ্ কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারের সপক্ষে লড়াই করেছিলেন। লুক্রেশিয়া মট নারীর অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম। সারাহ্ গ্রিমকের মতোই মটও কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার রক্ষার্থে ও দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। সেনেকা ফল্‌স্ মহাসম্মেলনের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন মট।

উনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন উদারপন্থী নারীবাদের দুই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন (১৮১৫-১৯০২) ও সুসান অ্যান্থনি (১৮২০-১৯০৬)। এঁরা দুজনেই নারী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। স্ট্যানটন সেনেকা ফল্‌স্ মহাসম্মেলনে Declaration of Sentiments রচনার প্রধান স্থপতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সুসান অ্যান্থনি। নারীর অধিকার অর্জনের জন্য দ্য রেভলিউশন (The Revolution) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন অ্যান্থনি।[৪]

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গে উদারপন্থী নারীবাদই প্রধান নারীবাদী ধারণা ছিল। পরে মার্কসীয় নারীবাদ, বৈপ্লবিক নারীবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন ধারা গড়ে ওঠে যারা উদারপন্থী নারীবাদের সমালোচনা করেছিল।

উদারপন্থী নারীবাদ সাংবিধানিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছিল। এখানে সমাজের মৌলিক ব্যবস্থার পরিবর্তন বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতির পরিবর্তন না ঘটিয়ে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না এই নিয়ে পরবর্তীকালে নারীবাদের অন্যান্য ধারাগুলি সমালোচনা করে। এছাড়া উদারনীতিবাদের মৌলিক নীতিতে বিশ্বাসী বলে অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, মুক্ত বাজার অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে উদারপন্থী নারীবাদ কোনো প্রশ্ন তোলেনি। I Whelehan বলেন free market created a tension for many women to whom free engagement in the economy was not viable.[৫] পরবর্তীকালে অন্যান্য নারীবাদী ধারণার প্রাধান্য থাকলেও, উদারপন্থী নারীবাদ কখনোই শেষ হয়ে যায়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গেও উদারপন্থী নারীবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ যেমন বিংশ শতাব্দীতে নতুন ও জনকল্যাণবাদী উদারনীতিবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল; উদারপন্থী নারীবাদও তেমনই সীমিত রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে নারীর সমানাধিকারের ধারণা থেকে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অধিকারের কথা বলে।

নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গে বেটি ফ্রাইডেন, গ্লোরিয়া স্টেইনহেম উদারপন্থী নারীবাদের প্রবক্তা। এঁরা যেসব অধিকারের কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলি হল নারী পুরুষের সমান অর্থনৈতিক সুযোগের অধিকার, বৈবাহিক ব্যবস্থায় সমানাধিকার ইত্যাদি। এঁরা সমানাধিকার সংশোধনী বা Equal Rights Amendment এর পক্ষে সওয়াল করেন। কোনো অধিকারের ক্ষেত্রেই লিঙ্গকে একটি চলরাশি হিসেবে গণ্য করা যাবে না এই সংশোধনীতে এই ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে স্টেইনহেম নিজেকে বৈপ্লবিক নারীবাদের প্রবক্তা হিসেবে বললেও, তাঁর বক্তব্য অনেকটাই উদারপন্থী নারীবাদের অনুসারী।

এই পর্যায়ের আর এক উল্লেখযোগ্য উদারপন্থী নারীবাদী তাত্ত্বিক হলেন সুসান মোলার ওকিন (Susan Mollar Okin 1946-2004)। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত *Justice, Gender and the Family*[৬] বইতে তিনি বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ন্যায়তত্ত্বগুলির (রলস্, নোজিক, ম্যাকিনটায়ার, ওয়ালজার) সমালোচনা করে বলেন যে এঁরা সকলেই পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ন্যায়তত্ত্ব রচনা করেন। ওকিনের মতে সমস্ত সমাজে পরিবারই হল লিঙ্গবৈষম্য সৃষ্টির প্রথম সোপান কারণ এখান থেকেই শিশুরা লিঙ্গ বৈষম্যের প্রথম পাঠ শেখে। ওকিন তাই বলেন যে প্রকৃত অর্থে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে পরিবারের আলোচনা দিয়ে শুরু করা উচিত এবং পরিবারের লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা উচিত।

বৈপ্লবিক নারীবাদ (Radical Feminism)

১৯৬০ এর দশক থেকে বৈপ্লবিক নারীবাদ নারীবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে দেখা দেয়। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক নারীবাদও গড়ে ওঠে কারণ দ্বিতীয় তরঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও তত্ত্ব বৈপ্লবিক নারীবাদের ধারণা গড়ে তোলে। এই ধারার নারীবাদ মনে করে পুরুষ প্রাধান্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পিতৃতান্ত্রিকতার ধারণা সমাজের এক ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করে। এই পিতৃতান্ত্রিকতা পৃথিবীতে শুধুমাত্র প্রাচীনতম ও সর্বজনীন ক্ষমতা-কাঠামোর বিন্যাস তাই নয় এটি সবচেয়ে প্রাথমিক ক্ষমতা-কাঠামো। এই কারণেই পুরুষের দ্বারা নারীর অবদমন স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে। Alison Jaggar এবং Paula Rothenberg মনে করেন যে নারীর শোষণ ও অবদমন অন্য সব ধরনের শোষণকে বোঝার একটা তাত্ত্বিক মডেল হিসেবে কাজ করে।[১৫]

বৈপ্লবিক নারীবাদ ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে গড়ে উঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Civil Rights Movement এর প্রভাব এই ধারার নারীবাদের ওপর পড়েছিল এবং race এর বিরুদ্ধে যেভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই বৈপ্লবিক চিন্তা এই ধারার নারীবাদে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে প্রায় দেড় দশক আগে প্রকাশিত সিমন দ্য বোভোয়ারের আলোড়ন-সৃষ্টিকারী গ্রন্থ *The Second Sex*[১৬] বৈপ্লবিক নারীবাদকে প্রভাবিত করেছিল। বোভোয়ারের 'অপরত্ব' বা 'Otherness' ধারণা বৈপ্লবিক নারীবাদ গ্রহণ করেছিল এবং তারা মনে করে যে পিতৃতান্ত্রিকতার

জন্য সমাজে পুরুষালি গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং নারী সেই পুরুষত্বের 'অপর' বা other হিসেবে বিবেচিত হয়। এই কারণেই যুগ যুগ ধরে নারী পুরুষের শোষণ, পীড়ন, অবদমন, প্রান্তিকীকরণের শিকার। বৈপ্লবিক নারীবাদীরা মনে করেন যে পিতৃতান্ত্রিকতার অবসান সমাজে সব ধরণের শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

এই ধারার নারীবাদ লিঙ্গ বৈষম্যকে সবচেয়ে প্রাচীন বা সর্বজনীন বৈষম্য হিসেবে গণ্য করলেও কীভাবে তা দূর করা যায় তা' নিয়ে ঐকমত্য নয়। বস্তুত সমাধানসূত্রকে কেন্দ্র করে এই ধারার নারীবাদে দু'টি গোষ্ঠী লক্ষ্য করা যায়ঃ (১) বৈপ্লবিক - স্বাধীনতাকামী নারীবাদ ও (২) বৈপ্লবিক-সাংস্কৃতিক নারীবাদ।

Kate Millett তাঁর *Sexual Politics*[১৭] গ্রন্থে পিতৃতান্ত্রিকতার ধারণার সমালোচনা করে পশ্চিমী সমাজে যৌনতার প্রথাগত ধারণার বিরোধিতা করেন। বিসম-যৌনতাই গ্রহণযোগ্য—একে মিলেট পিতৃতান্ত্রিকতার Stereotype বলে অভিহিত করেন এবং সাহিত্যিক ডি.এইচ.লরেন্স প্রমুখের মন্তব্যের সমালোচনা করেন। অন্যদিকে মিলেট সমকামী সাহিত্যিক জাঁ জেনেটের (Jean Genet) পক্ষ সমর্থন করে সমকামি যৌনতা যে কোনো অস্বাভাবিক, অমানবিক যৌন-চাহিদা নয়, তা তুলে ধরেন। জারমেইন গ্রীয়র (Germaine Greer) তার *The Female Eunuch*[১৮] গ্রন্থে বলেন যে ছোটোবেলা থেকেই নারীকে তার শরীর সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা শেখানো হয় যার ফলে সে তার শরীরকে এবং নিজেকে ঘৃণা করতে শেখে। নারীত্ব সম্পর্কে তারা প্রচলিত ধারণা শেখে এবং এইভাবে তাদের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারিয়ে তারা পুরুষদের শোষণের শিকার হয়।

লিঙ্গ-বৈষম্যকে অতিক্রম করার জন্য বৈপ্লবিক নারীবাদের একাংশ নারীকে পুরুষের বৈশিষ্ট্যও গ্রহণ করতে বলে। এই ধারণা নারীবাদী আলোচনায় androgyny-র ধারণা বলে পরিচিত। এরা মনে করে যে নারীর নমনীয়তা বা নারীত্ব, তাঁর প্রজনন ও যৌন ক্ষমতাই তাকে অবদমিত রাখে। J.Joreen বলেন যে এই নারীত্বের ধারণা আবেগসর্বস্ব ও ভ্রান্ত। নিজের স্বাধীনতা ও নিজের শর্তে জীবনযাপন করার জন্য নারীকে পুরুষত্বের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে হবে। এই ধারার বৈপ্লবিক নারীবাদ বলে যে নারীর যৌনতাকে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বৈবাহিক, প্রজনন-ভিত্তিক, বিসমকামী যৌনতাকে স্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করে যারা এই যৌনতা অনুসরণ করে সমাজ তাদের 'ভাল মেয়ে' 'ভাল নারী'র শিরোপা দেয়। এই কারণেই বিবাহ-বহির্ভূত, প্রজনন-বহির্ভূত, সমকামী যৌন সম্পর্ককে সমাজ ভুল, অস্বাভাবিক বা বিপজ্জনক যৌন সম্পর্ক হিসেবে ধরে। এই ধরনের যৌন সম্পর্ক যেহেতু সামাজিক

মূলস্রোতের চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং যেহেতু প্রচলিত পুরুষ-শাসিত ক্ষমতার বিন্যাসকেও চ্যালেঞ্জ জানায় তাই সমাজ যৌনতা সম্পর্কেও stereotype তৈরি করে রেখেছে। এই কারণেই বৈপ্লবিক-স্বাধীনকামী নারীবাদ সমকামী সম্পর্ক, প্রাকৃতিক প্রজননের পরিবর্তে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রজননের কথা বলে। এই ধারার নারীবাদ মনে করে যে প্রজনন প্রক্রিয়া নারীকে শুধু অবদমিত রাখে না তার ক্ষমতাও নিঃশেষ করে। তাই নারীদের সন্তানের জন্মদানে প্রাকৃতিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে গর্ভপাত, জন্মনিরোধক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কৃত্রিম প্রজনন-ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া উচিত।

অন্যদিকে বৈপ্লবিক-সাংস্কৃতিক নারীবাদ বৈপ্লবিক স্বাধীনতাকামী নারীবাদের কোনো বক্তব্যের সঙ্গেই সহমত নয়। এরা মনে করে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই androgyny অর্থাৎ নারীরা যখন পুরুষের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে তখন পুরুষের খারাপ বৈশিষ্ট্যই গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে পশ্চিমী দেশগুলিতে ১৯৭০ এর দশক থেকেই বহু নারী পুরুষদের প্রচলিত একটি অভ্যাস বা কুঅভ্যাস ধূমপান গ্রহণ করেছে। ধূমপানের বিরুদ্ধে বর্তমানে সকলেই সোচ্চার কারণ এখন প্রমাণিত যে ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের সর্ববৃহৎ কারণ। সেই কারণেই বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক নারীবাদ পুরুষদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ না করে যে সব মূল্যবোধ ও বৈশিষ্ট্য দীর্ঘদিন ধরে সমাজের নারীদের সঙ্গে যুক্ত সেই সব বৈশিষ্ট্যগুলিই নারীদের গ্রহণ করতে বলেছে। মেরি ডেলি[১৯] বলেন যে প্রত্যেক নারী তার ভিতরের 'নারীকে' খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হোক। এই চিন্তার থেকেই বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক নারীবাদ যৌনতাকে আনন্দমূলক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে। এই কারণেই সব ধরনের পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধের তারা অবসান চায়।

কৃত্রিম প্রজননেরও বিরুদ্ধাচরণ করে বৈপ্লবিক-সাংস্কৃতিক নারীবাদ। তারা মনে করে প্রাকৃতিক এই ঘটনা নারীক্ষমতার অন্যতম উৎস। প্রযুক্তির সাহায্যে কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়া পুরুষের নারীর এই বিশিষ্ট ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণের আর এক পদ্ধতি। কটি সন্তান হবে, কখন হবে, পুত্র না কন্যা হবে—এ সবই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এইভাবে নারীর যে ক্ষমতাটি পুরুষের নেই—প্রজনন ক্ষমতা—তার ওপরও পুরুষ আধিপত্য কায়েম করবে।

এইভাবে বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক নারীবাদ যা অনেকসময়ে সাংস্কৃতিক নারীবাদ নামে পরিচিত তা নারীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা ও পুরুষের থেকে নারীর ভিন্নতার ওপর গুরুত্ব দেয়। এই ধারার অন্যতম প্রবক্তা মার্গারেট ফুলার নারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দেয়[২০]। সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল নারীর শান্ত, সন্ত্রাস-বিরোধী, নমনীয়, সহানুভূতিশীল রূপ।